যুগান্তর

তারিখ ... 31 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

ভর্তি বাণিজ্য

রাজধানীর স্কুলগুলোয় ভর্তি বাণিজ্যের মহড়া শুরু হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। প্রতিবছরের মতো এবারও মন্ত্রী, এমপি ও আমলাদের তদবিরের আড়ালে শুরু হয়েছে ভর্তি বাণিজ্যের এ প্রক্রিয়া। মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর এবং শিক্ষা বোর্ড থেকে আসা সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ নিয়মের বাইরে কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। গভর্নিং বডির সদস্য ও অধ্যক্ষরা এ সুযোগটিই গ্রহণ করে থাকেন। সুপারিশের আড়ালে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করাতে গিয়ে তারা নিজেদের দুর্নীতিকেও হালাল করে নেন। আর এভাবেই ভর্তি বাণিজ্যের মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা কোটি কোটি টাকার অবৈধ বাণিজ্য করে থাকে। সঙ্গত কারণেই ভর্তি বাণিজ্যের কুশীলবদের টার্গেট হচ্ছে ঢাকার নামকরা কিছু স্কুল। অভিভাবকরা এসব স্কুলে তাদের সন্তানকে ভর্তি করানোর জন্য উদগ্রীব থাকেন। মূলত এ সুযোগটিই গ্রহণ করে থাকে ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত অসাধু ব্যক্তিরা। প্রতিবছর এভাবে অভিভাবকদের পকেট থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার ঘটনা ঘটলেও সরকারি কোন পদক্ষেপ চোখে না পড়ার বিষয়টি দুঃখজনক। অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়ার অশুভ এ সংস্কৃতি যদি শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করে ফেলে, তবে শিক্ষা ব্যবস্থায় তার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। জানা গেছে, ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে স্কুলগুলোর গভর্নিং বডির সদস্য ও শিক্ষক-কর্মচারী ছাড়াও অভিভাবক নেতা, রাজনৈতিক নেতাসহ অন্যান্যরা রয়েছেন। সবচেয়ে অবাক বিষয় হল, ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্তদের তালিকায় আন্তারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীদের নামও নাকি রয়েছে। সন্ত্রাসীরা অন্ধকার জগৎ ছেড়ে সুশীল-সভ্য সমাজের শিক্ষাঙ্গনের দিকে যদি হাত বাড়ায়, তাহলে এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে! এ ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যথাযথ ভূমিকা পালন করা উচিত। তা না হলে একসময় হয়তো দেখা যাবে, সন্ত্রাসী বা ক্ষমতাবানদের আশীর্বাদ ছাড়া কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাঙ্গনগুলোয় কোন শিক্ষার্থীই আর ভর্তি হতে পারছে না। আমরা মনে করি, নামকরা কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান অনিয়ম বন্ধ করতে হলে অবিলম্বে দেশের সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও পর্যাপ্ত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা অপরিহার্য। অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮২টিতে নতুন করে ভাবল শিফট চালু করা হয়। এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ প্রায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কেন এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ল, তা উদ্ঘাটনের পাশাপাশি অবৈধ ভর্তি বাণিজ্য সমূলে উৎপাটন করতে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে— এই আমাদের প্রত্যাশা।